সকল প্রসংশাই পরম করুণাময়; অসীম দয়ালু আল্লাহর!
বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচনা থেকে তাঁরই আশ্রয় কামনা করছি!

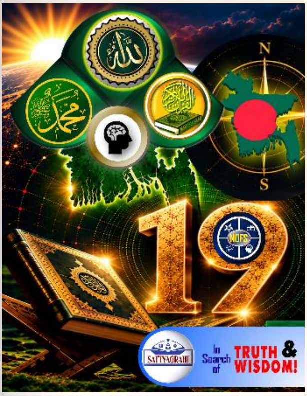

সত্যাগ্রহী এবং সবিনয় নিবেদনের প্রেক্ষাপট!

সকল বিশ্বাসীর উপর তাঁরই রহমত এবং বরকত বর্ষিত হোক!! সুমহান সৃষ্টিকর্তার পূর্বনির্ধারিত সৃজনশীলতা নীতি (পবিত্র কোরানের আয়াত ৬:১১৫; ২৮:৫৬; ৩৫:৪৩!) অনুযায়ী কালের পরিক্রমায় কোরআনের অনুসারী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা মানুষজন আল্লাহ্‌, তাঁর বানী কোরআন এবং কোরআন অবমুক্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত নবীজি সম্পর্কে অসংখ্য প্রথাগত ধারনকরা বিশ্বাসকে ঈমানের অংশ হিসাবে মান্যতা দিয়ে নিজেদেরকে ইসলাম ধর্ম্যালম্বী মুসলমান হিসাবে পরিচয় দেই এবং এরই ধারাবাহিকতায় **আমি একজন তথাকথিত মুসলমান**!

কোরআনের অনুসারী পরিবারে জন্ম নেয়া সকলেই ধর্মের বিষয়ে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম হিসাবে স্বীকৃত ধর্মীয়জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের জ্ঞানগর্ভ পরামর্শের উপরই নির্ভর করি। প্রচলিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ইসলামের ধর্মীয়জ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃত এবং মান্যতা প্রাপ্ত। অধিকন্তু, কোরআনের ২৫:৫৯নং আয়াতে **পরম করুণাময় সম্পর্কে জানতে প্রকৃত জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করনে** আল্লাহর দেয় নির্দেশনা মুলে ইসলামের আলেমগন নিজেরাই নিজেদেরকে আল্লাহর ধর্মের ধারক এবং সংরক্ষকের মর্যাদায় উন্নিত করেছেন! প্রথাগত ধারন করা বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইসলামের আলেম হিসাবে স্বীকৃত ব্যক্তিবর্গের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূল ভিত্তি তিনটিঃ

- **প্রথমটিঃ-** মানবের মুক্তির দিকনির্দেশনা সম্বলিত চূড়ান্ত আসমানী কিতাব **পবিত্র কোরআন** যাকে আল্লাহ স্বয়ং **আহসানুল হাদিস** তথা **সর্বোৎকৃষ্ট হাদিস** হিসাবে বর্ণনা করেছেন (৩৯:২৩)!
- **দ্বিতীয়টিঃ-** আল্লাহ্‌ও তাঁর রাসুলকে অনুসরনে কোরআনে প্রাপ্ত নির্দেশনার মান্যতা দেয়ার মানসে কোরআন অবমুক্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত আল্লাহর একজন রাসুল এবং চুড়ান্ত নবীজিকে অনুসরনের নিমিত্তে তাঁরই বানী হিসাবে সংকলিত হওয়া **হাদিসীয় কিতাব সমূহ!** যদিও পবিত্র কোরআনে **হাদিস** শব্দটি নিয়ে মহান আল্লাহর নেতিবাচক বক্তব্য রয়েছে!

- **তৃতীয়টিঃ-** কোরআনে দেয়া আল্লাহর বক্তব্যেকে সর্বসাধারনের কাছে সহজবোধ রুপে তুলে ধরতে ইসলামের অতীব ধর্মীয় জ্ঞানী হিসাবে বিবেচিত স্বনামধন্য কিছু মানুষের ব্যক্তিগত কর্মউদ্দোগে রচিত কোরআনের তাফসীর যা নবীজির বানী হিসাবে সংকলিত হাদিসীয় কিতাব অনুসরন করে সৃষ্ট! বস্তুতঃ কোরআনের তাফসীর আল্লাহর বক্তব্যের হাদীস ভিত্তিক মানবীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হিসাবেই বিবেচ্চ্য! তবে,

  ইসলামী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের পাশাপাশি আরেকটি বিষয়কে অতীব গুরুত্ব দেয়া হয় – **হাদীস ও তাফসীর অধ্যয়ন নীতিমালা!**

ইসলামের ধর্মীয় জ্ঞানীদের দেয় সকল পরামর্শের ভিত্তি হচ্ছে **কোরআন-সুন্নাহ-হাদীস** নামীয় **তিন-তত্ত্বীয়** মতবাদ এবং সেটি কোরানে প্রাপ্ত দিকনির্দেশনা অনুসরন করনের জন্যই সৃজিত! এই জন্য যে -

- ইহজগতিক এবং পারলৌকিক সার্বিক প্রশান্তির জন্য আল্লাহ্, পরকাল, আল্লাহর রাসুলবৃন্দ এবং তাঁদের মাধ্যমে নাযিলকৃত আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস করে সেগুলোর মান্যতা দিতে হবে, এটিই কোরানিক নির্দেশনা - আয়াত ২:২-৫; ২:২৮৫!
- আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং সমাজের দায়িত্বপ্রাপ্তদের মান্যতা দিতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া রয়েছে ৪:৫৯তম আয়াতে!
- আল্লাহর রাসুলকে মান্যতা দেয়া আল্লাহকে মান্যতা দেয়ার সামিল বলে আল্লাহ্ই জানিয়েছেন রেখেছেন – আয়াত ৪:৮০! এরই পাশে,
- নবীজিকে অনুসরন করতে পারলেই মহান আল্লাহর করুণা অর্জন সম্ভব বলে তিনি স্বয়ং তাঁর রাসুলের জবানেই জানিয়েছেন (৩:৩১)! সুতরাং আল্লাহর রাসুলদেরকে অনুসরন করতেই হবে! এটি এমন এক কোরানিক বাস্তবতা যার কোন বিকল্প নেই! এইজন্য যে
- আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশনা অবজ্ঞা করলেই সুদুরে বিভ্রান্ত হতে হবে – আয়াত ৩৩:৩৬! এরই পাশে
- চুড়ান্ত ধর্মগ্রন্থের ১৩তম অধ্যায়ের ৭-১১ আয়াতের ৫টি বক্তব্য আল্লাহ জানিয়েছেনঃ

১৩:৭ অবিশ্বাসীরা (কাফের) বলে, কেবল যদি তাঁর কাছে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষথেকে থেকে কোন (আয়াত) নিদর্শন/ প্রমান/ অলৌকিকতা আসত! তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র, **প্রতিটি জনপদই একজন দিকনির্দেশকারী শিক্ষক পেয়ে থাকে।**

১৩:৮-১০ আল্লাহ্ জানেন একজন নারী কি বহন করেছে (গর্ভে) এবং কি প্রসব করেছে বা অর্জন করেছে। তিনি যা কিছু করেন তা **নিখুতভাবে পরিমাপ করা।** সকল গোপনীয় এবং প্রকাশিত বিষয়ের জান্তা, মহোত্তম, সর্বোচ্চ। তোমরা তোমাদের চিন্তা গোপনেই রাখ বা প্রকাশ কর, অথবা রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাক বা দিনের বেলায় বিচরন কর, তা একই সমান।

১৩:১১ পালা বদল হয় (ফেরেশতাদের), তোমাদের সাথে সবসময় থাকে, তারা আছে তোমাদের সামনে এবং তোমাদের পিছনে। তারা আল্লাহ্র

নির্দেশনা অনুসারে তোমাদের সাথে থাকে এবং তোমাদেরকে পাহারা দেয়। তবে, **আল্লাহ্‌কোন মানুষেরই অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষন না নিজেরা পরিবর্তিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।** যদি আল্লাহ্‌কোন মানু.ষের প্রতি কষ্টারোপের ইচ্ছা করেন, কোন শক্তিই একে থামাতে পারবে না। এজন্যই যে তিনি ছাড়া তাদের জন্য অন্যকোন পালনকর্তা এবং কার্যনির্বাহী নেই।

উপরোক্ত কোরানিক নিদর্শন বা প্রমান তথা আয়াতগুলো সুস্পষ্ট বক্তব্য যা ব্যাখ্যা করার **কোন** প্রয়োজন নেই! উপরোক্ত ৫টি আয়াত থেকে এটিই সহজে বোধগম্য যে মহান আল্লাহ্

- প্রতিটি জনপদে একজন দিকনির্দেশনা দানকারী শিক্ষক প্রেরন করেন!
- তাঁর সকল কিছুই নিখুঁত পরিমাপে সৃষ্ট, তিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য সকলবিষয় জানেন, তিনিই সর্বোত্তম এবং সর্বশীর্ষে!
- মানুষের সকলকিছুই আল্লাহর নজরে রয়েছে এবং প্রতিটি মানুষের দায়িত্বে ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন যারা পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করেন এবং মানবের নিরাপত্তা বিধান করেন!
- মানুষ নিজের অবস্থানের পরিবর্তন করতে চাইলেই কেবল আল্লাহ্‌সেটি বাস্তবায়িত হতে দেন! এবং
- আল্লাহ্‌ই মানুষের একমাত্র পালনকর্তা এবং অভিভাবক যার ইচ্ছেতেই মানুষের কষ্টের কারন সৃষ্টি হয় - সেটি হতে পারে সেই মানবের কর্মের ফল অথবা আল্লাহর আরোপিত কোন পরীক্ষা!

সুমহান সৃষ্টিকর্তা উপরোক্ত ১৩:৮ আয়াতে তাঁর সকল কিছু **নিখুত পরিমাপে সৃজন করনের** ঘোষনার পাশে এটিও জানিয়ে রেখেছেন যে

- তিনি বিশ্বভ্রমান্ডের একক নিয়ন্ত্রণকারী (৩:১০৯; ৪:১২৬; ৪২:৫৩)!
- মানব ও পৃথিবীর সকল কিছুই পূর্বপরিকল্পিত নীতি/সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে (২৮:৫৬; ৫৭:২২)!
- তাঁর ইচ্ছে তথা জানার বাইরে কোন কিছুই সম্পন্ন হতে পারে না (৬:৫৯)!
- তাঁর সুন্নাহ (বিধি-বিধান/আইন/নিয়ম) অপরিবর্তনীয় যা পরিবর্তনের সক্ষমতা কারো নেই (৩৫:৪৩)!
- কোন মানুষ তাঁর ইচ্ছে ব্যতিত চিন্তাভাবনা করতেও সক্ষম নয় (৭৪:৫৬)!
- মানুষ যা কিছু করছে সকলকিছুই তাঁর ইচ্ছে তথা জ্ঞানতঃই করছে (৮১:২৯)!
- তিনি উদ্দেশ্যবিহীন কোনকিছুই হতে দেন না (৪৬:৩; ৬৪:৩)! তবে,
- ৩৩:৭২ আয়াতের বাস্তবতায় মানবের ব্যক্তিগত অবস্থার পরিবর্তনকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছে তথা বিবেকের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন যা বর্ণিত রয়েছে উপরোক্ত ১৩:১১ আয়াতে! এবং
- সকল সংখ্যার হিসাব গননা করে রাখার বক্তব্য দিয়েছেন পবিত্র কোরানের ৭২:২৮ আয়াতের শেষ বাক্যে!

সকল প্রশংসাই আল্লাহর যিনি মানবকে ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি গানিতীয় জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন! একই সাথে মানবকে জ্ঞানের বাবহারিকরন তথা বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় তাঁর সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বিষয়ের নিখুততার প্রমান নিরূপনে

গনিতকেই পরিমাপক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন! কেননা, এটিই প্রতিষ্ঠিত সত্য যে বিশ্ব-ভ্রমান্ডের প্রাকৃতিক প্রতিটি বিষয় অলৌকিক গাণিতিক সম্পর্ক ধারন করে সৃষ্ট এবং গনিতের অখন্ডনীয় নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে! সর্বোপরি,

তিনি তাঁর প্রেরিত ধর্মগ্রন্থকে গাণিতিক কাঠামোগত কিতাব হিসাবে বর্ণনা করেছেন (৮৩:৯; ৮৩:২০) এবং উপরোক্ত ১৩:৭ ও ১৩:১১ আয়াতের কোরানে অবস্থান সেই গাণিতিক কাঠামোর এক অলৌকিক নিদর্শন! অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুনঃ

মুহম্মদ সাঃ মানবগোষ্ঠির এমন একজন শিক্ষক যিনি কোরানে দেয় আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট হাদিসের মাধ্যমে একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন! **কোরআন, হাদিস ও মুহম্মদ** নামীয় শব্দগুলোর বর্ণক্রমমান যথাক্রমে – **৫৪, ৪৫ এবং ৩৮** যাদের সমষ্টিগত মান [৫৪ +৪৫ + ৩৮] => **১৩৭** যা প্রতিটি সম্প্রদায়ে মানবকে দেয় শিক্ষকের বক্তব্য ধারন করা আয়াতের কোরানিক অবস্থান! অন্যদিকে, মহান আল্লাহ্‌গাণিতিক মান ১৯কে সবার উপর মহামান্যতা দিয়ে ৭৪:৩০ আয়াতে জানিয়েছেন **অ্যা'য়ালাইহা তিশয়্যাহা অ্যা'শার** যার বাংলা পরিভাষা

- **এর** উপর / **সবার উপর / সর্বশীর্ষে ১৯!** এবং
- আল্লাহর সৃষ্ট এই শব্দ তিনটির গাণিতিক মানের সমষ্টি [১১৬ + ৫৮০ + ৫৭০] => **১২২১!**
- কোরানে দেয় আল্লাহর প্রথম সাক্ষর **আলিফ-লাম-মীম** এঁর গাণিতিক মান [১ + ৩০+ ৪০] = **৭১!**
- কোরানের ১ম সাক্ষর এবং ১৯ এঁর সাথে জড়িত শব্দ তিনটির সমষ্টিগত মান [৭১ + ১৯ + ১২২১} = ১,৩১১! এবং
- কোরানের ১৯ভিত্তিক এই পারলৌকিক মানেই আল্লাহ্‌ মানব জীবনে পরিবর্তন আনয়নের দিকনির্দেশনা জানিয়ে রেখেছেন!

মানুষ হিসাবে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তনে আগ্রহী হলে প্রয়োজন হবে কোরানের ১৩:৭ ও ৪০:১৫ আয়াতে উল্লেখিত শিক্ষকের খোজ পাওয়া এবং কোরানের ১৯ভিত্তিক গাণিতিক অলৌকিকতা সেই শিক্ষকের সন্ধান দিতে পারে, যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছে করেন! এবং

২০১৯ সালে পৃথিবীতে সংঘঠিত করোনা ভাইরাস – ১৯ নামীয় মহামারিটি ব্যক্তিক জীবনে এক নবদিগন্তের আলোক নির্দেশনা হিসাবেই হাজির হয়েছে বলেই প্রতিয়মান যা সত্যাগ্রহী নামীয় সামাজিক প্রকল্প সৃষ্টির ভিত্তি!

সত্যাগ্রহী এবং সবিনয় নিবেদনের প্রেক্ষাপট!

শৈশবে পারিবারিক পরিমন্ডলে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আই. বি. এ.) থেকে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রাপ্ত শিক্ষা নির্ভর অতি সাধারন নগণ্য এক মানুষ হিসাবে নিজের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত এবং মানুষ নামী কয়েকজন ইবলিশের প্রতারনায় ব্যক্তিজীবনে প্রায় বিধস্থ হয়ে করোনা পূর্ববর্তী কালিন সময়ে মহান আল্লাহর কৃপা লাভের আশায় পবিত্র কোরআনের শরনাপন্ন হওয়া! এরই ধারাবাহিকতায় পবিত্র

কোরআনের **১৭:৩৬নং** আয়াতের প্রথম বাক্য **ও'য়্যালা তাকফুমা লাইসা লাহু বিহী ঈলমু** এঁর বিপরীতে ধারন করা **তোমার যে জ্ঞান নেই তার পিছনে পরোনা** বাংলা তরজমাকে ব্যক্তিগতভাবে অসামঞ্জস্য বিবেচিত হয় এবং সেই সাথে নজরে আসে পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত দুটি আয়াতঃ

১২:১০৬ **আল্লাহ্য় বিশ্বাসী অধিকাংশ মানুষই কাউকে না মিলিয়ে (মুশিরিকুন- আল্লাহর সাথে কাউকে মিলিয়ে ফেলা/আল্লাহর আদর্শ স্থাপন করা/ আল্লাহর অংশীদার সৃষ্টি করা!) সেটি (বিশ্বাস) করতে পারে না।**

২৫:৩০ রাসুল বলেছিলেন, **হে আমার প্রতিপালক! আমার লোকজন (উম্মত) এই কোরআনকে বিসর্জন দিয়েছে।**

স্বল্প ধর্মীয় জ্ঞানে এটিই জানতাম এবং মানতাম যে **মুশরিক** মানেই চিরজাহান্নামি এবং নবীজি তাঁর একজন উম্মতকে ছাড়াও বেহেশেতে যাবেন না! কিন্তু আল্লাহ্জানিয়েছেন যে তাঁকে যারা বিশ্বাস করে তাদের অধিকাংশই আল্লাহর আদর্শ/অংশীদার স্থাপন না করে বিশ্বাস করতে পারে না; অর্থাৎ মুশরিক এবং অন্যদিকে, নবীজির সুপারিশ প্রাপ্তির তথাকথিত প্রচারনার ১৮০° বিপরীতে কোরআনের ২৫:৩০নং আয়াত অনুযায়ী নবীজি কেয়ামতের দিন তাঁর উম্মতরা কোরআন পরিত্যাগ করেছে জানিয়ে কেন এমন আর্তনাদ করবেন তা জানতে জিজ্ঞাসার উৎপত্তি হয়! সেই সাথে **১৭:৩৬নং** আয়াতের বাংলা অনুবাদের যথার্থতা নিয়ে দ্বন্দ নিরসনের উদ্দেশ্যই শুরু হয় কোরআন অধ্যবসায়ের চেষ্টা। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রজ্ঞানে এই প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে ইসলামের প্রচলিত প্রথাগত ধারন করা বিশ্বাসের উপর অসংখ্য জিজ্ঞাসার উৎপত্তি হয় এবং এই জিজ্ঞাসাগুলোর মূলে ছিল পবিত্র কোরআনের অনেকগুলো বক্তব্য যার মধ্যে উল্লেখেযোগ্য কয়েকটিঃ

২:১৭০ যখন তাদের বলা হয়, **আল্লাহ্যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর,** তারা বলে, **আমরা আমাদের পিতামাতাকে (পূর্বপুরুষ) যা করতে দেখেছি কেবল তাই অনুসরণ করি।** কি হবে যদি **তাদের পুর্ব-পুরুষেরা কিছুই বুঝতে না পেরে থাকে এবং পথপ্রাপ্তও ছিল না**?

২:১৭১ এ জাতীয় **অবিশ্বাসী/কাফেরদের** উপমা হ'ল অবুঝ জীবের (**তোতাপাখী**) মত যারা কিছু না বুঝেই কোন শব্দ বা আহবানকে পুনরাবৃত্তি করে। এরা **বধির, বোবা এবং অন্ধ; এরা বুঝতে অক্ষম!**

৩:১০০ হে তোমরা যারা বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন করেছে! **যদি তোমরা ধর্মগ্রন্থ প্রাপ্ত কিছু** (ঊতুল কিতাবা - ধর্মগ্রন্থের জ্ঞানী) **ব্যক্তিকে মেনে চল, তবে তারা তোমাদেরকে বিশ্বাসী হবার পরও অবিশ্বাসীতে পরিনত করবে।**

৬:১১২ আমরা প্রত্যেক নবীর শত্রুদের - **মানুষ এবং জীন শয়তানকে একে অপরকে চাকচিক্যময় অভিনব কথা/মতবাদ উদ্ভাবন করে প্রতারনা করনের অনুমতি দিয়ে রেখেছি।** যদি তোমাদের পালনকর্তা চাইতেন, তবে এরা তা করতে পারত না। তোমরা এদেরকে এবং এদের বানোয়াট কথা/ উদ্ভাবিত মতবাদকে উপেক্ষা কর।

৬:১১৬ তোমরা যদি **পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে মান্যতা দাও,** তবে তারা তোমাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এরা শুধু কেবল অনুমান করে অলীক কল্পনাকে অনুসরন করে।

৯:৩১ তারা **আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় নেতা এবং জ্ঞানীদেরকে তাদের উপাস্য হিসাবে স্থাপন করেছে**। অন্যরা বানিয়েছে মরিয়ম পুত্র মসিহ্‌কে। তাদের সকলকে কেবলমাত্র একজন উপাস্যের ইবাদত/উপাসনা করতে আদেশ দেয়া হয়েছিল। এখানে তিনি ছাড়া অন্যকোন উপাস্য নেই। তিনি মহাপবিত্র; কোন ধরনের অংশীদারিত্বের অনেক উপরে।

৯:৩২ তারা আল্লাহ্‌র আলোকে তাদের মুখের দ্বারা অপসারন (নিবিয়ে) করে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্‌অবিশ্বাসী থাকা সত্যেও তাঁর আলোকে নিখুঁত করতে জোর দিয়ে থাকেন।

৩১:৬ মানুষের মধ্যে এমন এক কিছু লোক আছে যারা **অবান্তর/ভিত্তিহীন (মনগড়া) হাদিস (লাওহাল হাদীস!)** তুলে ধরে এবং এভাবে কোন জ্ঞান ছাড়াই তারা অন্যদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়। এরা লজ্জাজনক শাস্তি অর্জন করেছে।

৪২:২১ তারা এমন **আদর্শের (শুরাকাউ অর্থাৎ শরিক বা অংশীদার বা আদর্শ)** অনুসরন করে যারা তাদের জন্য **ধর্মের নিয়ম দেয় (শারা'উ অর্থাৎ শরিয়ত তথা ধর্মের বিধান বা নিয়ম)** যা কখনই আল্লাহ্‌র দ্বারা অনুমোদিত নয়। যদি না পূর্বনির্ধারিত একটি সিদ্ধান্ত থাকত, তাৎক্ষনিক এদের বিচার হয়ে যেত। বস্তুতঃ এই সীমালংঘঙ্কারীরা এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি অর্জন করেছে।

উপরোক্ত কোরানিক বক্তব্যগুলো অসংখ্য প্রশ্ন সৃষ্টি করে এবং অন্যদিকে, নিম্নোক্ত আয়াতে প্রাপ্ত বক্তব্য নবী ও রাসুল নিয়ে বিশ্বাসের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দেয়ঃ

২:২১৩ আল্লাহ্‌ নবীদেরকে যখন সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা হিসাবে প্রেরন করেছিলেন, লোকজন তখন একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। **লোকজনের বিরোধ নিস্পত্তির জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ ধর্মগ্রন্থ প্রেরন করেন!** হাস্যকরভাবে তারাই নতুন ধর্মগ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করেছিল যারা ধর্মগ্রন্থ পেয়েছিলি, যদিও তাদেরকে প্রমান সরবরাহ করা হয়েছিল! মুলতঃ এটি হয়েছিল তাদের হিংসার কারনে! **আল্লাহ্‌ তাঁর ইচ্ছেনুসারে তাদেরকেই দিকনির্দেশনা দেন যারা সত্যে আস্থা রাখে যেখানে অন্য সকলেই বিতর্ক করে!** নিশ্চয় আল্লাহ্‌তাঁর ইচ্ছেনুসারেই কাউকে সরল পথে পরিচালিত হতে দেন।

ধর্মীয় জ্ঞানীদের দেয় বক্তব্যমুলে অন্য সকলের মত এটিই জানতাম এবং বিশ্বাস করতাম যে সকল রাসুলগনই নবী এবং কিতাব প্রাপ্ত! কিন্ত নবীরা রাসুল নন এবং তাঁরা কিতাবও পাননি! কিন্তু উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ্‌ নবীদের সাথে কিতাব পাঠিয়েছিলেন যা ইসলামের তথাকথিত বিশ্বাসের ১৮০° বিপরীত! সর্বোপরি নিম্নোক্ত আয়াত এক মহা জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র সৃষতি করেঃ

৩:৮১ **আল্লাহ্‌** সকল নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিতে বলেছিলেন, **আমি তোমাদেরকে ধর্মগ্রন্থ ও জ্ঞান দেব।** পরবর্তীতে **তোমাদের কাছে যা আছে** [নবীদেরকে দেয় জ্ঞান এবং ধর্মগ্রন্থ] **তার সত্যতা নিশ্চিত করনে একজন রাসুল আসবে।** তোমরা সকলেই তাকে বিশ্বাস ও সহযোগিতা করবে। তিনি বলেছিলেন, **তোমরা কি এতে রাজী এবং এ চুক্তি মানতে অঙ্গীকার**

করছ? সকলেই বলেছিল, **আমরা রাজি আছি।** তিনি বলেছিলেন, **অতএব, তোমরা সকলেই সাক্ষী এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।**

৩:৮২ যারা একে (কোরআনের ভবিষ্যৎবানী) বর্জন করবে, তারা ফাসেক (মন্দ লোক/ খারাপ লোক/শয়তান)।

একজন তথাকথিত মুসলমান হিসাবে এটিই জানতাম এবং বিশ্বাস করতাম যে নবীজি সর্বশেষ নবী; সেই সাথে তিনিই সর্বশেষ রাসুল। কেননা, এটিই ইসলামের ধারন করা বিশ্বাস যা ঈমানের অঙ্গ বলেই বিবেচিত! কিন্তু,

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্নবীদেরকে যা দিয়েছেন অর্থাৎ নবীদেরকে দেয় জ্ঞান ও ধর্মগ্রন্থের সত্যতা নিশ্চিতকরনে একজন রাসুল পাঠানোর ঘোষণা দিয়ে সেই রাসুলকে মান্যতা দেয়া এবং সহযোগীতার জন্য সকল নবীদেরকে কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন! অন্যদিকে, এই কোরানিক ভবিষ্যৎবাণী না মানলে শয়তানের (ফাসেক) সমতুল্য হতে হবে। **কি সুকঠিন এক ঘোষনা!** নবীদের এই অঙ্গীকারে কারা ছিলেন তা খুজতে গিয়ে দেখতে পাই যে সেই অঙ্গীকারে আমাদের নবীজিও ছিলেন (৩৩:৭)! অর্থাৎ নবীজিও সেই রাসুলকে সহযোগীতা ও মান্যতা দিতে আল্লাহর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ!

কিন্তু বিগত ১৩৯৪ বৎসর যাবত নবীজি সর্বশেষ নবী হওয়ার পাশাপাশি সর্বশেষ রাসুল হিসাবেই প্রচারিত এবং সেটির মান্যতা দেয়া ঈমানের অবিচ্ছেদ্দ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত! উৎপত্তি হয় এক মহাজিজ্ঞাসা! **কোরআনের অনুসারী হিসাবে ধারন করা প্রথাগত এই বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত কারন কি?** ব্যক্তিমনে সৃষ্ট জিজ্ঞাসার নিবারনে মহান আল্লাহর কৃপা চেয়ে কোরআন অধ্যবসায়ে মনোনিবেশ করে নিম্নোক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করিঃ

- পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ জানতে
    - ইন্টারনেটে প্রাপ্ত আরবী, ইংরেজী এবং বাংলা ভাষার অভিধানের সহায়তা নেয়া!
    - বাংলা তরজমার মধ্যে সবচেয়ে সহি বলে খ্যাত জনাব আশরাফ আলী থানবী সাহেবের উর্দুথেকে অনুদিত পবিত্র কোরআন এর বাংলা অনুবাদ! এবং
    - আলেম সমাজের কাছে সবচেয়ে সহী বলে মর্যাদা প্রাপ্ত হাদিস গ্রন্থ **সহী বোখারী** এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হিসাবে মর্যাদাপ্রাপ্ত তফসীর **তাফসীরে ইবনে কাছির; আল ইত্তেকান - ফি উলুম আল কোরআন; তাফসীরে জালালাইন** সহ ইন্টারনেট প্রাপ্ত বিভিন্ন তাফসীরের বক্তব্যের পর্যালোচনার প্রচেষ্টা।

ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রজ্ঞানে পবিত্র কোরআন, হাদিসীয় কিতাব এবং কোরআনের তাফসীরের সমন্বিত অধ্যবসায়ে এটিই প্রাপ্তি যে **ইসলামের ধর্মীয় জ্ঞানীগন মহামান্য ও মহাপুজ্য তাফসীরকারী ব্যক্তির সংকলিত এবং সর্বজন স্বীকৃত তাফসীরে ইবনে কাছিরকে অনুসরন করে কোরআনে দেয়া আল্লাহর বক্তব্যের উপস্থাপনা করছেন!** তাফসীরে ইবনে কাছির হিসাবে খ্যাত গ্রন্থের প্রনেতা নবীজির পরিচয় বর্ণিত কোরআনের ৩৩:৪০তম আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী ও রাসুল

সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনা প্রকাশ করতে কোরআনে উল্লেখিত **রিসালাত** শব্দটির ব্যাখ্যায় এটিই জানিয়েছেন যে

- ➢ রাসুলগন আল্লাহর রিসালাত কার্যকরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ছিলেন!
- ➢ রাসুলগন নবীদের থেকে উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত এবং সকল রাসুলগণই কিতাব পেয়েছিলেন বিঁধায় তাঁরাও **নবী!**
- ➢ সকল নবীরাই কিতাব পাননি বিঁধায় নবীগন রাসুল নন!
- ➢ ১৭:৭৯নং আয়াতে রাতের বেলা আরাধনা বা ধ্যান [তাহাজ্জুদ] করে উচ্চতর মর্যাদা অর্জনে আল্লাহর দেয়া পরামর্শ এবং ইসরা রজনীতে সকল নবী-রাসুলদের সালাতে নবীজির ইমামতিকরন বিষয়ক হাসিদের সুত্রে এটিই লিখেছেন যে
  - ❑ আল্লাহর সকল প্রতিনিধিদের মধ্যে নবীজি উচ্চতর মর্যাদাপ্রাপ্ত এবং কেয়ামতের দিনে সুপারিশের অধিকারী একমাত্র রাসুল!
  - ❑ এই কারনেই নবীজি সকল রাসুলদের নেতা বা সর্দার! এবং
  - ❑ সকল রাসুলগন নবী হলেও সকল নবীগন রাসুল নন!?!?!?
- ➢ হাদীস ভিত্তিক ব্যক্তিগত জ্ঞান নির্ভর এই বিশ্বাস মুলে ৩৩:৪০নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এটিই বর্ণিত যে
  - ❑ নবীজি আল্লাহর ঘোষিত চূড়ান্ত নবী! এজন্যই তিনিই সর্বশেষ রাসুল যার মাধ্যমে আল্লাহ্তাঁর প্রতিনিধি প্রেরনের কোঠা পূর্ণ করে দিয়েছেন এবং এই বক্তব্য নবীজির জবান ব্যবহার করে প্রচারিত! এবং সে কারনেই
  - ❑ নবীজির পর আর কোন **রাসুল** আসার সুযোগ নেই!?!?!?

ইবনে কাছির নামে খ্যাত তাফসীরে নবী-রাসুল সম্পর্কে ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে ৩:৮১নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এটিই সংকলিত রয়েছে যে

- ➢ **৩:৮১ নং আয়াতে আল্লাহর উল্লেখিত রাসুল হলেন আমাদের নবীজি!**
- ➢ **মহান আল্লাহ্ নবীজিকে সহযোগীতা ও মান্যতা দিতেই** অন্য নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেলেন!
- ➢ সেই অঙ্গীকারে অংশ নেয়া নবীদের বর্ণনা সম্বলিত ৩৩:৭নং আয়াতের ব্যাখ্যায় জানিয়েছেন **... মহান আল্লাহ্ নবীদের এই অঙ্গীকারটি পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে নিয়েছিলেন!?**
- ➢ এরই পাশে ৩:৮১নং আয়াতটিকে কোরআনের ৪২:১৫নং আয়াতের সাথে সম্পর্কিত করে ব্যাখ্যা করছেন যে
  - ❖ মহান আল্লাহ নবীজিকে সকল ধর্মগ্রন্থের স্বীকৃতি দিতে নির্দেশনা দিয়েছেন যা সেগুলোর প্রমান! এবং
  - ❖ এজন্যই সকল আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করা কোরআনের অনুসারীদের আল্লাহ্য় বিশ্বাস তথা ঈমানের অবিছেদ্দ্য অংশ!

তাফসীরে ইবনে কাছির খ্যাত কিতাবের ব্যাখ্যা নির্ভর কোরআনের অনুসারী হিসাবে আমাদের ধারন করা বিশ্বাস হচ্ছে

- ❑ সকল রাসুলগনই কিতাব পেয়েছিলেন বলে তাঁরা নবী! কিন্তু সকল নবীগন কিতাব পাননি বিঁধায় সকল নবীরাই রাসুল নন!

- নবীজি সর্বশেষ নবী, সেই সাথে সর্বশেষ রাসুল যার পর আর কোন রাসুল আসবেন না! এবং
- এটি মান্যতা দেয়া ঈমানের অবিচ্ছেদ্দ্য অংশ এবং এটি না মানলে ঈমানই থাকবে না!

তাফসীরে ইবনে কাছির গ্রন্থের প্রনেতা একজন সর্বজন স্বীকৃত অতীব ফরহেজগার অধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব যার প্রনীত কোরআনের তাফসীর বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক অনুসৃত। তাঁর সৃজিত তাফসীর নির্ভর কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেই ধর্মীয়জ্ঞানী শ্রেনীর সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। ইসলামের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃত অধিকাংশ মানুষই তাফসীরে ইবনে কাছির অনুসরন করেই আল্লাহর বক্তব্য প্রচার করছেন এবং আল্লাহ্য় বিশ্বাসী মানুষজন তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী ধর্ম পরিপালন করছি! তবে, কোরআনের ৪৩:৩৬তম আয়াতের বক্তব্য ধারন করতে গিয়ে প্রাপ্তি হয় তাফসীরগত অসামঞ্জস্যতা! মহান আল্লাহ কোরআনের ৪৩তম **আয-যুকরফ তথা অলংকার** নামীয় সুরার ৩৬নং আয়াতে জানিয়েছেনঃ

৪৩:৩৬ও য়ামাই ই'য়্যাশুয়্যান যিকরির রাহমানি নুক্বাইয়িদ লাহু শায়তানা-ন ফাহুওয়া লাহু কারীন!

তাফসীরে ইবনে কাছির অনুসরনে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব জনাব আশরাফ তানবী সাহবের সংকলিত উর্দু তর্জমা থেকে এই আয়াতের বাংলা তর্জমা করা হয়েছে **যারা দয়াময়ের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তাদের সাথে শয়তানকে সহচর বানিয়ে দেই যে সর্বদা তার সাথে থাকে!** এবং এই মর্মার্থ ধারন করেই চলছে ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম! কিন্তু

- এই আয়াতে আল্লাহ বলেছেন **<u>যিকরির রাহমানি</u>** যার আভিধানিক পরিভাষা **পরম করুনাময়ের স্মরণ করিয়ে দেয়া**। অর্থাৎ আল্লাহ্যা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন! **আল্লাহ কিভাবে স্মরণ করিয়েছেন**? নবী-রাসুল মনোনয়ন দিয়ে তাদের মাধ্যমে কিতাব বা সতর্কবার্তা নাযিল করে।
- **<u>আল্লাহকে স্মরণে নেয়া বা স্মরণে রাখা</u>** এবং **<u>আল্লাহর স্মরন করিয়ে দেয়া সতর্ক বার্তাকে ভুলে যাওয়া বা অবজ্ঞা করা</u>**- এই দুটি বক্তব্যের প্রায়োগিক তফাত ভিত্তিক বাস্তবতা নিয়ে একবার ভাববেন কি?
- ব্যক্তিগত এই উপলব্দি যে তাফসীরে ইবনে কাছির অনুসরনে প্রনীত এই তর্জমা আল্লাহর বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ভিন্নদিকে প্রবাহিত করে রেখেছে!
  - কোরআনের অনুসারী হিসাবে সকলেই আল্লাহকে বিশ্বাস করি! তাঁকে ও তাঁর রাসুলকে অতীব শ্রদ্ধা-ভক্তি করি, সুতরাং তিনি সর্বদা আমাদের স্মরণেই রয়েছেন বিশ্বাস করে সকলেই এই ধারনাই করছি যে আমাদের সাথে শয়তান নিয়োজিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই!
  - মহান আল্লাহর বক্তব্যের ভুল অনুবাদ বা অপব্যাখ্যর প্রাপ্তি নিয়ে চিন্তা করার সময় হবে কি? মুলতঃ
  - মহান আল্লাহ তাঁর স্মরণ করিয়ে দেয়া তথা সতর্কবার্তা ভুলে গিয়ে সেগুলো অবজ্ঞাকারীদের বিষয়ে দুটি আয়াতে এক সমন্বিত বক্তব্য দিয়েছেন যা নিম্নরূপঃ

৪৩:৩৬ যে কেউ **পরম করুণাময়ের স্মরণ করিয়ে দেয়াকে [সতর্কবার্তা তথা কোরআন] অবজ্ঞা করে, আমরা তার সাথে সার্বক্ষনিক সঙ্গী হিসাবে শয়তানকে নিয়োজিত হতে দেই।**

৪৩:৩৭ **এই সার্বক্ষণিক সঙ্গীরা তাদেরকে পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে, তবুও তাদেরকে বিশ্বাস করাবে যে তারা পথপ্রাপ্ত।**

কি ভয়ানক বক্তব্য! এটিই সহজে বোধগম্য যে কোন মানুষের কর্ম মনের অজান্তেও কোরআনের কোন বানীকে অবিশ্বাস বা অবজ্ঞা বা অবমাননা বা পরিত্যাগ করা বলে বিবেচিত হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর ইচ্ছায় শয়তান সেই মানুষের কর্মনির্বাহী হয়ে যায় এবং **শয়তান সেই ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত করে দিয়েও তাঁকে এই বিশ্বাস ধারণ করতে দেয় যে তিনি সঠিক পথে আছেন!** কি জটিল এক ঘোষনা! অবিশ্বাসীদের সাথে শয়তান নিযোগের অনুরুপ এক ঘোষণা আল্লাহ্‌দিয়ে রেখেছেন ৭:২৭নং আয়াতে – **অবিশ্বাস করলেই শয়তান আউলিয়া হয়ে যায়!!** এখানেই প্রশ্নঃ

> **সমাজে অসংখ্য মানুষ রয়েছেন যাদেরকে আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত ধার্মিক হিসাবে পরিচিত! আমার মত সাধারন মানুষ কিভাবে জানবে কে পথপ্রাপ্ত এবং কে পথপ্রাপ্ত নয়?** কোরআনের যে কোন একটি বক্তব্য এমনকি একটি শব্দকেও অবিশ্বাস কোরআনকে অবিশ্বাস করার নামান্তর! এরই পাশে, কোরআনের বানী অবজ্ঞাকারীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌৬৮তম সুরার ৪৪ তম বক্তব্যে জানিয়েছেনঃ

৬৮:৪৪ অতএব, আমাকে তাদেরকে মোকাবেলা করতে দাও যারা **এই হাদিসকে** প্রত্যাখান করে; **আমরা তাদেরকে কিরূপ পরিচালিত করব তারা কখনও তা ধারনাই করতে পারবে না।**

উপরোক্ত আয়াত কোরআন অবতীর্ণ কালীন ২য় অবমুক্ত সুরা **আল-কলমে** দেয়া মহান আল্লাহর বক্তব্য যেখানে তিনি তাঁর নাযিলকৃত বানীকে **হাদিস** হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং কোরআনের ৩৯নং সুরার ২৩নং আয়াতে **কোরআনকে সর্বোৎকৃষ্ট হাদিস** হিসাবে বর্ণনা করেছেন! অর্থাৎ **পবিত্র কোরআন মহান আল্লাহর হাদীস! ৬৮:৪৪নং** আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর হাদীস তথা কোরআনকে পরিত্যাগকারীদেকে নিজেই মোকাবেলা কারার ঘোষনা দিয়ে এটিই জানিয়েছেন যে তিনি তাঁর হাদীস তথা কোরআন প্রত্যাখ্যান বা অবজ্ঞা করা মানুষদেরকে কিভাবে পরিচালনা করবেন তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। অন্যদিকে, কোরআনের অনুসারীদের কাছে হাদিস সুপরিচিত এবং বহুল চর্চিত এক শব্দ যা নবীজির বানী ও তাঁর সুন্নাহর উৎস হিসাবে প্রচারিত! তাফসীরের অসামঞ্জস্যতা উপলব্দির পাশাপাশি মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলো কঠিন এক বাস্তবতার সম্মুখীন করে দেয়ঃ

৩০:২৯ প্রকৃতপক্ষে, **সীমালংঘঙ্কারীরা (জালিম) কোন জ্ঞান ছাড়াই তাদের নিজস্ব মতামত অনুসরন করে। কে তখন তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে যাদেরকে আল্লাহ্‌পথভ্রষ্ট হতে দিয়েছেন? কেউই কখনও তাদের সহায়তা করতে পারবে না।**

৩০:৩০ **অতএব, তোমরা নিজেদেরকে একনিষ্ঠতার সাথে একত্ববাদের (এক সৃষ্টিকর্তা মতবাদ) ধর্মে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত কর। আল্লাহ্‌এমনই প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে স্থাপন করে রেখেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট নিয়ম কেউ পরিবর্তন করতে পারেনা! এটাই নিখুতধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই সেটি জানে না!**

৩০:৩১ **তোমাদের উচিৎ তাঁরই প্রতি নিবেদিত হওয়া, তাঁকে শ্রদ্ধা করা, সালাত আদায় করা এবং যাই কর না কেন কখনও আদর্শিক/অংশীদারি ইবাদতকারী (মুশরিক) হবে না।**

৩০:৩২ **তাদের মত যারা তাদের ধর্মকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে নিয়েছে। প্রতিটি দলই তাদের কাছে** যা আছে তাই নিয়ে উল্লসিত।

মহান আল্লাহ্‌ তাঁর সাথে অন্যকাউকে শরিক করনের মহাঅনিষ্ট কর্মের বর্ণনায় **মুশরিক, তুশরিক** এবং **ইউশরিক** নামীয় তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন! এই শব্দ তিনটি ক্রিয়াবাচক শব্দ যাদের অভিধানিক বাংলা পরিভাষা নিম্নরূপঃ

- **মুশরিক** শব্দের বাংলা হচ্ছে **মিলিয়ে ফেলা!** যার প্রায়োগিক অর্থ হচ্ছে কোন বিষয়কে অন্যকিছুর সাথে মিলিয়ে ফেলা বা গুলিয়ে ফেলা! অর্থাৎ ভিন্নভিন্ন কোন স্বত্বা বা বিষয়কে সমগোত্রীয় গন্য করে কোন একটি বিষয়কে অন্যকোন বিষয়ের আদর্শ হিসাবে গ্রহন করা! এরূপ কর্ম সম্পাদনকারীদের পরিচয়ের আরবী রুপ **মুশরিকুন** তথা মিলিয়ে বা গুলিয়ে ফেলা মানুষজন! অন্যদিকে,
- **তুশরিক এবং ইউশরিক** শব্দদ্বয়ের আভিধানিক পরিভাষা **শরিক বা অংশীদারী স্থাপন** এবং সেই কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়ার ব্যবহারীক রুপ **তুশরিকুন বা ইউশরিকুন** তথা **শরিক** বা **অংশীদারী সৃষ্টি** কিংবা **আদর্শ স্থাপন করা!**

আল্লাহ্‌র উল্লেখিত শব্দ তিনটির পারষ্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে এগুলোর ব্যবহারিক এবং প্রায়োগিক বাস্তবতার প্রেক্ষিত! মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে কাউকে মিলিয়ে বা গুলিয়ে ফেলার মাধ্যমে তাঁর আদর্শ সৃষ্টি করা এবং তাঁর ইবাদতে শরিক বা অংশীদারীত্ব দেয়ার সার্বিক এই অনিষ্টকর্মের সমার্থক বর্ণনাই **মুশরিক, তুশরিক এবং ইউশরিক** শব্দের জাগতিক বাস্তবতা! তবে, কোরআনের অনুসারী ধর্মীয় জ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃত ব্যক্তিবর্গ এই শব্দ তিনটিকে প্রতিমা উপাসক মানুষ হিসাবে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন!

কোরআনের উপরোক্ত ৩০:৩০তম আয়াত অনুযায়ী **মহান আল্লাহ্‌এক এবং অদ্বিতীয় যার সমতুল্য কেউ নেই!** - মানবের অন্তরে প্রকৃতিগতভাবে স্থাপন করে দেয়া এই মতবাদ ধারন করেই প্রতিটি মানুষ জন্ম গ্রহন করে বিধায় সকলেই সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণে নিতে চায়! মহান আল্লাহ্‌তাঁর কোন আদর্শ স্থাপন করা কিংবা তাঁর ইবাদতে কাউকে শরিক করাকে একমাত্র অমার্জনীয় অপরাধ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন! তবে, মৃত্যু শয্যায় যাওয়ার পূর্বে আন্তরিক ভাবে অনুশ্যোচনা করলেই আল্লাহ্‌সকল পাপাচারকে ক্ষমা করে দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন!

তবে, শয়তানের প্ররোচনাকে উপেক্ষা করতে অক্ষম মানূষজন মনের অজান্তেই অন্যকাউকে আল্লাহ্‌র আদর্শ হিসাবে কল্পনা করে সেই আদর্শ অনুসরন

করে আল্লাহকে পেতে চায় এবং এটিও মানুষের প্রকৃতিগতভাবে প্রাপ্ত আরেকটি বৈশিষ্ঠ্য! মানব প্রবৃত্তিকে শয়তানের নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে দেয় সহায়তা হিসাবেই মহান আল্লাহ্‌যুগেযুগে মানুষের মধ্য থেকেই কাউকে মনোনীত করে তাঁর বানী নাযিল করে শিক্ষা দিয়েছেন!

মহান আল্লাহ্‌র দেয় মুশরিকের সংজ্ঞা বা বৈশিষ্টের ভাষাগত বাস্তবতায় উপরোক্ত বক্তব্যেগুলোর পাশে ইসলামের ধর্মীয় জ্ঞানীদের প্রচারিত মতবাদ নির্ভর **সুন্নী, শিয়া, সুফীবাদ, সালাফি, মাজহাবী, আহলে-হাদিস, আহলে কোরআন, ওয়াহাবী, তাবলীগ জামাত** ইত্যাদি শ্রণীগত বিভক্তির জাগতিক বাস্তবতায় শরীর শিহরিত হয়ে উঠে! কেননা, মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে ইসলামের ধর্মীয় জ্ঞানীদের বর্তমান অবস্থান মুশরিকদের (৩০:৩১-৩২) দেয় মর্যাদাকে ধারন করছে যাদেরকে মহান আল্লাহ্‌সীমালঙ্ঘনকারী হিসাবে চিত্রিত করে রেখেছেন (৩০:২৯)! **হে আল্লাহ্‌! ক্ষমা কর মাবুদ, একই সাথে আলেম সমাজের কাছেও ক্ষমা চাচ্ছি!**

ধর্মীয় আচরণ পরিপালনে মতানৈক্যের কারনে কোরআনের অনুসারী ধর্মীয় জ্ঞানীগন নিজেদেরকে বিভিন্ন নামে বিভক্ত করে তাঁদের মতাদর্শকেই সঠিক মান্যতা দিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌য় বিশ্বাসী হিসাবে বর্ণনা করে কোরআনের অনুসারী কিন্তু ভিন্ন মতাদর্শিদের পাশাপাশি অন্যান্য আসমানী কিতাব ধারীদেরকেও **"কাফের বা মুশরিক"** হিসাবে প্রচার করছেন। **এটিই বাস্তবতা যে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মগুলোর ধর্মীয়জ্ঞানীদের মধ্যে কোন বিভক্তিই নেই!** মহান আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত সৃজনশীলতা নীতির (৫৭:২২) বাস্তবতায়

- আল্লাহ্‌, আল্লাহর রাসুল ও চূড়ান্ত নবী এবং সেই নবীর মাধ্যমে অবমুক্ত কোরআনে বিশ্বাসী অধিকাংশ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্মের উপর শিক্ষা কালিন সময়ে হাদীস এবং তাফসীর নির্ভর শিক্ষানীতি অনুসরন করে নিজেদেরকে ইসলামের জ্ঞানী হিসাবে উপস্থাপন করছেন!

- কোরআনের অনুসারী হিসাবে সকলের বিশ্বাস এই যে নবীজির হাদিস কোরআনের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষন এবং সেই হাদীসের উপর ভিত্তি করে প্রনীত তাফসীর কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমে অন্যতম অনুষঙ্গ হিসাবে বিবেচ্য!

ধর্মীয় জ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃত ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশই নিজেদের শিক্ষার অন্যতম অনুষঙ্গ ও উপকরন **নবীজির হাদীস** নিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে কোরআনের ৩:১০৪নং আয়াতকে মান্যতা দিতে গিয়ে ধর্ম প্রচারে আত্মনিবেদন করেছেন! কিন্তু

- সেই নির্দেশনার পূর্বের ৩:১০৩নং আয়াতে দেয়া আল্লাহর নির্দেশনা **তোমরা আল্লাহর রজ্জু/রশিকে শক্তভাবে আঁখরে ধর!** এবং ৩:১০৫ আয়াতে দেয়া নির্দেশনা - **তাঁদের মত হবে না যা্দেরকে প্রমান দেয়ার পরও বিভক্ত এবং বিতর্কিত হয়ে গিয়েছিল!** - বক্তব্য দুটিকে মান্যতা দিতে ব্যর্থ বলেই প্রতীয়মান!

- ৩:১০৩নং আয়াতে আল্লাহর উল্লেখিত **“রজ্জু বা রশি”** মানুষকে দেয় কোরআন এবং আল্লাহর রাসুল বলেই বিবেচিত হওয়া উচিৎ এবং সেটিই হচ্ছে! তবে,

ইসলামের ধর্মীয় জ্ঞানীগন নবীজির হাদীস ভিত্তিক ধর্মীয় আচার পরিপালনে দিধাবিভক্ত হয়ে মসজিদ পর্যন্ত ভাগ করে নিয়েছেন এবং সেগুলোকে অন্য মতাদর্শীদের জন্য নিষিদ্ধ করে ফতোয়া দিচ্ছেন! এমনকি

- প্রতিনিয়ত অসহিস্নুতার সাথে অন্য ধর্ম্যান্বীদের পাশাপাশি **আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল এবং কোরআনের অনুসারী** দাবী করেও ভিন্না মতাদর্শিরা একেঅন্যকে **কাফের** আখ্যা দিয়ে যাচ্ছেন!
- প্রতিটি দলের নেতৃত্ব দেয়া ব্যক্তিগন তাদের অনুসৃত মতাদর্শকে সঠিক এবং অন্যদেরকে ভুল প্রমানে ব্যতিব্যস্থ!
- প্রত্যেক মতাদর্শের রয়েছে অগুনিত অনুসারী যারা নিজেদেরকেই সঠিক এবং ঈমানদার হিসাবে উপস্থাপনা করছেন!
- তারা তাদের মতাদর্শের অনুসারী বৃদ্ধি করনে কোরআনের ৩:১০৩নং আয়াতকে ব্যবহার করছেন! এবং

ইসলামের ধর্মীয়জ্ঞানীদের ধারন করা অবস্থানের বাস্তবতায় ব্যক্তিগত প্রাপ্তি এই যে

নবীজির বানীহিসাবে সংকলিত হাদীসিয় কিতাবে বিতর্কিত বিষয় বিদ্যমান এবং ইসলামের জ্ঞানীদের দ্বীধা বিভক্তির মুল কারন সেই হাদীসিয় কিতাব!

তবে, প্রচলিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুসৃত হাদীসে দৃশ্যমান বিতর্কিত বিষয়ের পাশাপাশি কোরআনের তাফসীরেও অসংখ্য অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান যার জলন্ত নিদর্শন উপরোক্ত ৪৩:৩৬নং আয়াতের তর্জমা এবং তাফসীর!

এমনকি, কোরআনের ৩:৭নং আয়াতে বর্ণিত মূল প্রতিপাদ্য মুলক সহজে বোধগম্য, মানুষের আক্বিদা বা বিশ্বাসের সাথে জড়িত কিছু আয়াত যার কোন ব্যাখ্যাই প্রয়োজন ছিল না বা নেই সেগুলোর তাফসীর তথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল্ভাবে উপস্থাপনা করে আল্লাহর বক্তব্যকেই পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে যা ১৫:৮৭; ১৭:৩৬; ১৭:৪৬; ৩৯:৪৫; ৬৯:১৭; ৭৪:৩০; ৭৪:৩৫নং আয়াতে দেয়া বক্তব্যের আভিধানিক পরিভাষা জানার মাধ্যমে সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে, যদি আল্লাহ্ইচ্ছে করেন [মুল গবেষণা পত্রে **তাফসীরের প্রাপ্তি** পর্বে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে]! এটিই বাস্তবতা যে

- হাদীস নিয়ে ধর্মীয় জ্ঞানীদের মধ্যে মতদৈততা বিধ্যমান এবং সেই হাদীসিয় কিতাবে প্রাপ্ত মতবাদের ভিত্তিতে প্রনীত হয়েছে কোরআনের তাফসীর!
- মতদৈততা বা বিতর্কের উপকরণ বিদ্যমান বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রণীত বিষয়টিও বিতর্কিত হবে এটিই স্বাভাবিক! সুতরাং, কোরআনের তাফসীরেও বিভ্রান্তি থাকতে পারে এবং এটিই কোরানিক বাস্তবতা!

- তবে, হাদীস নিয়ে সকলেই বিতর্ক করলেও তাফসীরকারী ব্যক্তিদেরকে মহামান্যতা দেয়ার রীতি অনুযায়ী কোরআনের তাফসীর নিয়ে কেউ কোন উচ্চবাক্য করেন না!

এরই বাস্তবতায় অধিকাংশ ধর্মীয়জ্ঞানীই ৩:৮১নং আয়াতের বক্তব্য হিসাবে তাফসীরে ইবনে কাছিরে প্রাপ্ত ব্যাখ্যাকেই আল্লাহর বক্তব্য হিসাবে প্রচার করছেন। কিন্তু, কোরআনে দেয়া আল্লাহর বক্তব্য অনুযায়ী ৩:৮১নং আয়াতে উল্লেখিত রাসুল নবীজিকে দেয় **কোরআনকে** আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার প্রমান দেবেন বিঁধায় তিনি নবীজির পরই আগমন করবেন, এটিই সহজবোধ্য এবং ৪১:৫৩নং আয়াতে আল্লাহ এটিও জানিয়ে রেখেছেন যে তিনি কোরআনকে তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার প্রমান দেবেন! অন্যদিকে, কোরআনে দেয়া আল্লাহর স্পষ্ট বক্তব্য বিশ্বাস না করলে শয়তান সমতুল্য হতে হবে (৩:৮২)! একদিকে সুকঠিন কোরানিক বাস্তবতা, অন্যদিকে নিজের ধারন করা বিশ্বাস **নবীজিকে শেষ রাসুলের সম্মান না দিতে পারলে আমার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে**!

এই দ্বিমুখী মর্মজালা থেকে মুক্তির জন্য নবীজির হাদিসে দিকনির্দেশনা খুজতে গিয়ে ইমাম-মাহদী এবং ঈসা সাঃ এঁর উপর বর্ণিত হাদিস নিয়ে সম্মুখীন হতে হয় আরেক কোরানিক বাস্তবতার। নবীজির বানী সম্বলিত স্বিয়া-সিত্বা হিসাবে স্বীকৃত হাদিসীয় কিতাবগুলো থেকে এটিই প্রাপ্তি যে বুখারী এবং মুসলিমে ইমাম-মাহদী নিয়ে কোন বর্ণনা না পাওয়া গেলেও অন্যান্য হাদীসিয় কিতাবে ইমাম-মাহদী বিষয়ে ৮০টির অধিক হাদীস রয়েছে এবং এঁর মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি হাদীস চিন্তার ধারকেই পরিবর্তন করে দেয়ঃ

- **ইমাম-মাহদী হবেন - খলিফাতুল্লাহ!**
  - নবীজির বানীতে উল্লেখিত **খলিফাতুল্লাহ** শব্দগুচ্ছের আভিধানিক পরিভাষা **আল্লাহর প্রতিনিধি তথা আল্লাহর রাসুল!** এই হাদীসটি নবী পরিবারের দুজনের সুত্রে বর্ণিত - একজন নবীজির সন্তান রুপে প্রতিপালিত তাঁরই জামাতা এবং ইসলামের ৪র্থ খলিফা হযরত আলী এবং অন্যজন নবী পত্নী জনাবা উম্মে সালমা!
  - এই হাদীস অনুযায়ী নবীজি ইমাম-মাহদীকে আল্লাহর প্রতিনিধি তথা রাসুল হিসাবে বর্ণনা করে গেছেন!
- আল্লাহ্ **ইমাম-মাহদীকে এক রাতের মধ্যে পরিশুদ্ধ করবেন!**
  - আল্লাহ্কাকে পরিশুদ্ধ করেন? আল্লাহ্তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি বা রাসুলদেরকেই পরিশুদ্ধ করেন যার প্রকৃষ্ট উদাহরন আমাদের নবীজি! কেননা
  - আল্লাহ্নবীজিকে উর্ধভ্রমণ (ইসরা) করিয়ে তাঁর অন্তরে কোরআন স্থাপন করে দেয়ার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করেছিলেন [২:৯৭-৯৯; ১৭:১, ৬০, ১০৫-১০৬; ২৬:১৯১-১৯৬; এবং ৫৩:১-১৮]! অন্যদিকে,
  - মহান আল্লাহ্সুস্পষ্টভাবে এটিও জানিয়ে রেখেছেন যে কোরআন প্রাপ্তির পূর্বে নবীজির মধ্যে ব্যক্তিক স্বাতন্ত্রতা বা ব্যতিক্রমি চিন্তা কিংবা বিভ্রান্তি ছিল [১১তম অবমুক্ত ৯৩ তম **আদ-দোহা বা মধ্যাহ্ন** নামীয় সুরায় দেয়া মহান আল্লাহর ১১টি বক্তব্য]! এবং এরই বাস্তবতায়

- মহান আল্লাহ নবীজির নবুয়তের পূর্বের এবং পরের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করারও ঘোষণা দিয়েছেন (৪৮:২)!

- **ইমাম-মাহদী নবীজির ১০০% সুন্নতকে ধারন করবেন!**
  - সাধারন কোন মানুষ নবীজির ১০০% সুন্নতকে ধারনে সক্ষম হতে পারবেন কি!?
  - একজন রাসুলই কেবল অন্য আরেকজন রাসুলের সুন্নতকে ১০০% ধারন করার যোগ্যতা প্রাপ্ত হতে পারেন! সুতরাং
  - নবীজির ১০০% সুন্নতকে ধারন করতে হলে ইমাম-মাহদীকে আল্লাহর হেদায়েত প্রাপ্ত/মনোনীত প্রতিনিধি তথা একজন রাসুলই হতে হবে!

উপরোক্ত হাদিস তিনটি থেকে ব্যক্তিগতভাবে এই উপলব্দি হয় যে ইমাম-মাহদি নিয়ে নবীজির দেয় বক্তব্যগুলো পবিত্র কোরআনের ৩:৮১নং বক্তব্যের দিকে নির্দেশনা দেয়! কিন্তু তাফসীরে ইবনে কাছিরে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে **নবীজির পর আর কোন রাসুল আসবেন না** (!) বক্তব্যকে ধারন করে ইসলামের ইমাম বা নেতা হিসাবে খ্যাত **জনাব আল বানী** হযরত আলী এবং জনাবা উম্মে সালমা এঁর সুত্রে বর্ণিত হাদিসটিকে তাঁর **জায়িফ বা জাল** হাদীস নিয়ে রচিত কিতাবের ১৯৬৫নং অবস্থানে **জায়িফ বা জাল** হিসাবে প্রত্যয়ন করে গেছেন এবং অধিকাংশই এই বক্তব্যকেই ধারন করছি! তবে, "**মানারুল মুনাফ**" গ্রন্থে হাদীস দুটিকে **হাসান** হিসাবেই প্রত্যয়ন করা রয়েছে! অন্যদিকে, ১৭৪৪ সালে সৌদী আরবের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরোহন করা ব্যক্তিত্ব **মুহম্মদ ইবনে ওয়াহাব** ধর্মীয় জ্ঞানীদেরকে অন্ধভাবে না অনুসরনের পরামর্শ দেন এবং তাঁর প্রচারিত মতবাদটি **ওয়াহাবী মতবাদ** নামে স্বীকৃত যার মুল উপজীব্য হচ্ছে **নবীজি শেষ নবী হলেও শেষ রাসুল নন!** এবং সেখান থেকেই সালাফি মতবাদ সৃষ্টি যা কালের পরিক্রমায় আহলে হাদীসে রূপান্তরিত হয়েছে! এরই পাশে,

- নবীজির বানী হিসাবে সংকলিত হাদিসীয় বক্তব্যে এটিও পাওয়া যায় যে **মাসিয়াহ আসবেন এবং ইমাম-মাহদী** মাসিয়ার সহায়তায় দাজ্জালকে পরাভুত করবেন - এই হাদীসটিও ৩:৮১নং বক্তব্যের দিকেই নির্দেশনা দেয়! কেননা,
- কোরআন নাযিলের পূর্বে আল্লাহর প্রতিনিধদেরকে **মাসিয়াহ** হিসাবে ধারন করা হত এবং মাসিয়াহ শব্দের আভিধানিক অর্থ **দিকনির্দেশনা বা পথ নির্দেশনা দানকারী ব্যক্তি বা উসিলা বা মাধ্যম!** এবং
- কোরআন মানুষকে দেয় আল্লাহর চূড়ান্ত **মাসিয়াহ** যা **মানুষের** সর্বাঙ্গীণ জীবনবিধান ও মুক্তির মাধ্যম! তবে,

নবীজির উল্লেখিত **মাসীয়াহ** শব্দের কোরানিক উপস্থিতি **মাসীহ ইবনে মরিয়ম** মুলে এটিই প্রচারিত যে নবীজি উল্লেখিত মাসিয়াহ হলেন **ঈসা সাঃ** এবং সকলেই তাঁর পুনঃরাগমনকে ঈমান বা বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্দ্য অংশ বানিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি! একদিকে, আমরা বিশ্বাস করি যে নবীজি শেষ রাসুল, অন্যদিকে ঈসা সাঃ এঁর পুনঃরাগনের অপেক্ষা করছি এবং এই বিশ্বাসের হাদীসিয় ব্যাখ্যা হচ্ছে

- আল্লাহ্‌ঈসা সাঃকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন যার মৃত্যু হয়নি। কিন্তু, আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে বিঁধায় তিনি পুনঃরায় আসবেন এবং পৃথিবীতেই তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হবে!
- ঈসা সাঃ একজন নবী হলেও রাসুল নন এবং এজন্যই তিনি নবীজির নামে কালেমা পড়বেন!
- তিনি দাজ্জালকে পরাভূত করতে ইমাম-মাহদিকে সহায়তা করবেন! এবং
- ইমাম-মাহদীর নেতৃত্বে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রাধান্য লাভ করবে যিনি মুসলমানদের মধ্যে অগনিত গনিমত বিতরন করবেন!

এখানেই উৎপত্তি হয় হাদিসীয় বর্ণনার অসামঞ্জস্যতাগত কিছু জিজ্ঞাসার! মহান আল্লাহ্‌রাসুল সাঃকে চূড়ান্ত নবী হিসাবে ঘোষণা করেছেন (৩৩:৪০), এই বক্তব্যকে মান্যতা না দেয়ার একটাই পরিনতি আল্লাহর বক্তব্য কোরআনকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করা! ইসলামের সকল গোত্রের সকল জ্ঞানীরাই কোরআনে বিশ্বাসী হিসাবেই দাবী করি। কোরআনের ৪২:১৩নং ঘোষনায় আল্লাহ্‌নবীজির উপর সেই একই ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দেন যে ধর্ম **নুহ, ইব্রাহীম, মুসা এবং ঈসা সাঃ** প্রচার করেছিলেন! এই আয়াত হাদিসীয় বর্ণনার অসংখ্য জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করে যার কয়েকটি নিম্নরূপঃ

- ঈসা সাঃ যদি আসেন তবে তিনি হবেন শেষ নবী, কেননা আল্লাহ্‌ঈসা সাঃকে নবী হিসাবেই বর্ণনা করেছেন (৩৩:৭) এবং হাদিসও তাই বলছে!? তবে,
- হাদিস বলছে ঈসা সাঃ নবী হলেও রাসুল নন এবং তিনি মৃত্যু প্রাপ্ত হননি বিঁধায় পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন!?
  - তাহলে তিনি কি রাসুল!? কিন্তু কোরআন এবং হাদীস দুইই তাঁকে নবী হিসাবেই বর্ণনা করছে!
- হাদিস অনুযায়ী তিনি রাসুল নন বিঁধায় নবীজির নামে কালেমা পড়বেন!?
  - একজন নবী হয়েও সেই নবীকে আরেকজন নবীর নামে কালেমা পড়তে হবে?
  - সেই নবীকে যাকে আল্লাহ্‌জন্মই দিয়েছেন নবী হিসাবে যিনি জন্মের পর সত্যজাত শিশু অবস্থায় পূর্ণবয়স্ক মানুষের মত কথা বলে নিজের নবুয়তের ঘোষণা দিয়েছিলেন?
  - সেই নবীকে যাকে আল্লাহ তাঁর একক সক্ষমতা **মৃতকে জীবন দান কিংবা মাটির সৃষ্ট আকৃতিতে প্রান সঞ্চারের মত** অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন যা অন্যকোন রাসুলকেই দেননি?
- ঈসা সাঃকে যদি পুনরায় নবীজির উপর ঈমান আনতে হয়, তবে তাঁর নবুয়তের কি হবে, আল্লাহ্‌কি তাঁর নবুয়ত ফেরত নিয়ে নেবেন? অন্যদিকে,
- কেয়ামত দিবসের ঘটনা প্রবাহের ভবিষ্যৎবাণী বর্ণনায় মহান আল্লাহ্‌ঈসা সাঃ এঁর সাথে তাঁর এক কথোপকথনের বর্ণনায় জানিয়েছেনঃ

৫:১১৬ আল্লাহ্‌ বলবেন, **হে মরিয়ম পুত্র ঈসা!** তুমি কি তোমার সম্প্রদায়কে বলেছিলে, **আমাকে এবং আমার মাকে আল্লাহ্‌র পাশে আদর্শ স্থির কর?** সে বলবে, **আপনি মহামান্নিত হোন! আমি তা বলতে পারি না যা সঠিক**

নয়। আমি যদি তা বলতাম তবে, ইতিমধ্যেই আপনি তা জানতেন। আপনি আমার চিন্তাকেও জানেন এবং আমি আপনার চিন্তাকে জানি না। আপনি সকল গোপনীয়তাকেই জানেন।

৫:১১৭ **আমি তাদেরকে কেবল তাই বলেছি যা আপনি** আমাকে বলতে নির্দেশনা দিয়েছেনঃ তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। **আমি তাদের মধ্যে সাক্ষী ছিলাম যতদিন তাদের সাথে বসবাস করেছিলাম।** যখন আপনি আমার পার্থিব জীবনের সমাপ্তি টানেন, আপনিই তাদের পর্যবেক্ষন করছিলেন। আপনিই সকল কিছুই পর্যবেক্ষন করেন।

৫:১১৮ আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তারই যোগ্য। আপনি যদি ক্ষমা করে দেন, আপনি সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী।

৫:১১৯ আল্লাহ্‌বলবেন, এটাই সেই দিন যেখানে সত্যবাদীরা তাদের সত্যবাদিতার জন্যই রক্ষা পাবে। তারা ঝর্না সম্বলিত বাগান (জান্নাত) প্রাপ্ত হয়েছে। চিরকাল তারা সেখানেই বসবাস করবে। **আল্লাহ্‌তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট**। এটাই সর্বোচ্চ সফলতা।

৫:১২০ আসমান এবং জমিনের এবং এদের মধ্যকার সকল কিছুর আধিপত্যই আল্লাহ্‌র অধীন এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম।

উপরোক্ত **৫:১১৬-১১৮নং** আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্‌এবং ঈসা সাঃ এঁর মধ্যকার সওয়াল জবাবটি কেয়ামতের দিনে হবে যা **৫:১১৯নং** আয়াত থেকেই বোধগম্য। ৫:১১৭নং আয়াতে ঈসা সাঃ এঁর দেয়া সেই উত্তরঃ- **আমি তাদের মধ্যে সাক্ষী ছিলাম যতদিন তাদের সাথে বসবাস করেছিলাম। যখন আপনি আমার পার্থিব জীবনের সমাপ্তি টানেন, আপনিই তাদের পর্যবেক্ষন করছিলেন!** এটিই নির্দেশ করে যে কেয়ামতের দিন ঈসা সাঃ তাঁর পার্থিব জীবন সমাপ্তির পর পৃথিবীতে কি হয়েছিল তা তিনি জানেন না বলে স্বীকারোক্তি দেবেন!

উপরোক্ত কোরানিক বর্ণনার পাশে মৃত্যু, মৃত্যু পরবর্তী সময়ে মানুষের অবস্থান এবং মৃত্যুপ্রাপ্ত মানুষদের পৃথিবীতে ফিরে আসার বিষয়ে কোরআনে দেয়া আল্লাহর বক্তব্যগুলো ঈসা সাঃ এর পুনঃরাগমন বিষয়ক হাদীসিয় বর্ণনা ব্যক্তিমনে নিদারুন কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি করে! পবিত্র কোরআনে প্রাপ্ত মহান আল্লাহর বক্তব্য অনুযায়ী

- ❖ বিশ্ব ভ্রমান্ডের সকল কিছুই তাঁরই পূর্বনির্ধারিত সৃজনশীলতানীতি অনুসরনে পরিচালিত (৫৭:২২)!
- ❖ আল্লাহ্‌ মানুষের সত্যিকারের বিশ্বাসকে প্রকাশ বা চিহ্নিত করতে মোহমায়া বা চাকচিক্যময় মতবাদ/হাদীস উদ্ভাবন করতে অপরাধী মানুষ এবং শয়তান জীনকে নবীর শত্রু হিসাবে নিয়োগ দেন (৬:১১২; ২৫:৩১)!
- ❖ আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োগ পাওয়া এবং লজ্জাজনক শাস্তি অর্জন করা সেই অপরাধী মানুষরা অবান্তর বা মনগড়া বা মিথ্যা হাদিস তথা মতবাদ উদ্ভাবন করে অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করবে (৩১:৬-৭)! এবং
- ❖ সেই মনগড়া মতবাদ বা হাদীস শোনা এবং বিশ্বাস করা মানুষজনকে আল্লাহ্‌পরকালে অবিশ্বাসী তথা কাফের হিসাবে বর্ণনা করেছেন (৬:১১৩)!

- মনের অজান্তে কোরআনের বানীকে পরিত্যাগ করার পরিণাম হিসাবে মানুষজন ৭:২৭; ২৬:২২২; ৪৩:৩৬-৩৭ এবং ৬৮:৪৪নং আয়াতের আওতাধীন হয়ে শয়তানকে নিজেদের কর্মনির্বাহী বানিয়ে নেবে, যদিও তাঁরা বাহ্যিকভাবে অতীব ধার্মিক ও জ্ঞানী বলে বিবেচিত হবেন! এবং
- ৬:১১৬নং আয়াত অনুযায়ী পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে বিশ্বাস করা যাবে না; এই জন্য যে তাঁরা অলীক কল্পনা করে এবং অনুমান নিভর কথা বলে!

অন্যদিকে কোরআনের তাফসীর ও হাদীস ভিত্তিক পর্যালোচনায় এটিই দৃষ্টিগোচর হয় যে

- ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অধ্যাত্মিক জ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃত কিছু ব্যক্তিত্ব তৎকালীন মোনাফেকদের প্রচারিত বক্তব্যকে চিহ্নিত করতে নবীজির বানী হিসাবে ধারন করা বক্তব্যের মধ্যথেকে নবীজির বর্ণিত সত্যিকারের বক্তব্য খুজে বের করাকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে নিয়ে কিতাব সংকলন করেছেন; অবশ্যই আল্লাহর ইচ্ছায় (৮১:২৯) যা কালের পরিক্রমায় ইসলামের অবশ্য অনুসরনীয় হাদীস শাস্ত্রে পরিনত হয়েছে!
- হাদীস সংকলনকারী ব্যক্তিদের পরবর্তী সময়ে কিছু ব্যক্তিত্ব হাদীসিয় কিতাবের বক্তব্য ধারন করে কোরআনের তাফসীর সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের বক্তব্যকে অনুসরন করে ধর্মীয়জ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃত কিছু ব্যক্তিত্ব আল্লাহর বাণীকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এখনও করছেন!
- ইসলামের অতীব ধর্মীয়জ্ঞানী হিসাবে মান্যতাপ্রাপ্ত সেই সব মনিষীর কর্মের ফলশ্রুতিতে হাদীস ও তাফসীর ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ভর ধর্মীয় জ্ঞানিশ্রেনীর উৎপত্তি যা অদ্যাবদি চলমান!
- ইসলামের অধিকাংশ আলেমই তাঁদের পূর্ববর্তী জ্ঞানীদের বক্তব্যকে মান্যতা দিয়ে শিক্ষা গ্রহন করে ধর্মীয় বক্তব্য দিচ্ছেন এবং সাধারন মানুষজন তাঁদের দেয়া মতামতকেই আল্লাহ্ও রাসুলের বক্তব্য হিসাবে মান্যতা দিচ্ছি! এবং
- নবীজি শেষ নবী হওয়ার পাশাপাশি সর্বশেষ রাসুল হিসাবে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিছেদ্দ্য অংশ হিসাবে ধারন করছি!
- কিন্তু ইসলামী শিক্ষায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণই নবীজির হাদিসের যথার্থতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্কে লিপ্ত রয়েছেন! বাস্তবতা হচ্ছে
  - একদিকে, মহামান্যা তাফসীর কারকদের কর্মে রয়েছে তরজমা গত দৃশ্যমান বিভ্রান্তি! অন্যদিকে
  - কোরআনের বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে ধারন করা নবীজির বানী হিসাবে সংকলিত কিছু বক্তব্যকে সেই তাফসীরের উপর ভিত্তি করে অতীব ধর্মীয়জ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃত ব্যক্তিগন তাঁদের ব্যক্তিজ্ঞান অনুযায়ী বাতিল বা জাল বলে প্রত্যায়ন করেছেন! এরই পাশে
- হাদীস এবং তাফসীর নির্ভর ইসলামের প্রচারনায় অন্য ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থ নিয়ে ইসলামের ধর্মীয়জ্ঞানীদের দেয় বক্তব্য পবিত্র কোরআনের ৫:৪৪-৪৮; ৫:৮২-৮৫ এবং ২২:৬৭নং আয়াতের ১৮০° বিপরীত যা আল্লাহর

বানীর মর্মার্থ ধারন করতে গেলেই স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হওয়া যাবে, যদি আল্লাহ্ইচ্ছে করেন।

এখানেই সৃষ্টি হয় মহা এক জিজ্ঞাসা - আল্লাহ্, আল্লাহর রাসুল এবং কোরআনে বিশ্বাসী হিসাবে কোন বক্তব্যকে মান্যতা দেব?

- মহান আল্লাহর কোরানিক ভাষ্য এবং মহান আল্লাহর সেই বক্তব্যকে ধারন করা নবীজির বানীকে?! অথবা
- আল্লাহর বক্তব্যের মানবীয় ব্যাখ্যা কিংবা আল্লাহর বক্তব্য ধারন করা নবীজির বানীকে জায়িফ বা জাল বা বাতিলযোগ্য হিসাবে প্রত্যয়ন করা মানবীয় বক্তব্যকে!?

ব্যক্তিগত এই জিজ্ঞাসা নিবারনের উদ্দেশ্য অগ্রজ সহোদরের শরণাপন্ন হওয়া যিনি

- **পেশাগত জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অনেকগুলো ডিগ্রীর অধিকারী এবং সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত!**
- **শিক্ষা জীবন থেকেই প্রচন্ড ধার্মিক এবং ধর্ম শাস্ত্রের উপর প্রগাড় জ্ঞানের অধিকারী বলে বিবেচিত! উপরন্তু,**
- **কর্মসুত্রে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান কালিন সময়ে আরবী ভাষার উপর দক্ষতা অর্জন করেন!**

তিনি আলোচ্য বিষয়ের মূল উপজীব্য (তাফসীর এবং হাদিসের অসঙ্গতি) শুনার সাথেসাথে থামিয়ে দেন এবং আমার ব্যক্তি জীবনের উপর তাঁর ধারন করা বিশ্বাস থেকে অসংখ্য উপদেশ বিতরণ করেন যার উল্লেখযোগ্য কয়েকটিঃ

- কোরআন-হাদীস-সুন্নাহ নিয়ে কথা বলার মত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, যা আমার নেই!
- কোরআন জানতে হলে তাফসীর অনুসরন করতে হবে, এবং তাফসীর জানার জন্য প্রয়োজন হবে হাদিসের উপর দক্ষতা!
- তাফসীর এবং হাদীস যারা সংকলন করেছেন তাঁদের নিয়ে কোনরূপ প্রশ্ন করা যাবে না, কেননা তাঁদের কর্মের মুল্যায়নের যোগ্যতা বর্তমানকালীন কোন মানুষের নেই!
- তাফসীরকারীগন কোরআনের যে ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন তাই ধারন করতে হবে; নিজে থেকে আল্লাহর বক্তবের কোন অর্থ বা তর্জমা করা যাবে না!
- কোরআন, হাদীস এবং তাফসীর অধ্যয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা সংকলিত রয়েছে যেগুলো অনুসরনের কোন বিকল্প নেই!
- শেষ রাসুল বিষয়ে প্রশ্ন নিয়ে তিনি জানিয়ে দেন চুড়ান্ত রায়ঃ
  - এটি ঈমান এবং আক্কিদার সাথে সম্পৃক্ত!
  - এই বিষয়ে প্রশ্ন করার একটাই অর্থ **আক্কিদাগত বিভ্রান্তি** যা শয়তানের প্রভাব!
  - শয়তান পূর্ণরূপে প্রভাবিত করে ফেলেছে এবং একমাত্র করনীয় **তওবা করা** এবং ধর্মশাস্ত্র নিয়ে ব্যস্থ না হয়ে ইসলামের আলেমদের পরামর্শ মতে জীবনযাপন করা!

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমার সহোদর অগ্রজ আমি কি বলতে চাইছি তা না শুনে, না বুঝেই নিজের পাণ্ডিত্য দিয়ে অসম্মানজনক ভাবে বিদায় করে দেন। তাঁর একটাই পরামর্শ **"শয়তান তোমাকে নিয়ন্ত্রনে নিয়ে খারাপ কিছু করাতে চাইছে!"**

প্রচন্ড ভারাক্রান্ত ও বিদ্ধস্থ অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের পর একটাই উপলব্দি হয় যে ব্যক্তিমনে সৃষ্ট জিজ্ঞাসার জবাব ধর্মীয় কোন জ্ঞানীর কাছ থেকেই পাব না; কেননা, আমার সহদোর তাদেরই প্রতিনিধি! নিজের কাছেই নিজেকে অতীব ঘৃন্য, জঘন্য এবং নীচু শ্রেনীর মানুষ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়ে এই আত্মপোলব্দি হয় যে

- ❑ দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসা প্রশাসনে সর্বোচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়ে ২৫ বৎসর দেশেবিদেশে দক্ষতার সাথে কাজ করার পরও আপন ভাইয়ের দৃষ্টিতে **ধর্মের অশিক্ষিত!**
- ❑ ভাইয়ের চোখে শয়তানের প্রভাবে আচ্ছন্ন এক পতিত মানুষ! অন্যদিকে,
- ❑ ধর্মীয়জ্ঞানীদের প্রতিনিধিত্বকারী ভাইয়ের পরামর্শ মেনে যদি ধর্মকর্ম করতে যাই তবে,
    - ○ কোরআনের ৩:৭ এবং ৭:৩নং আয়াতের অবমাননা হয়! অর্থাৎ কোরআনকে অবিশ্বাস করা যার একমাত্র পরিনতি শয়তানকে কর্মনির্বাহী বানিয়ে নেয়া! এরইপাশে
    - ○ তাঁর পরামর্শ মানতে গেলে ৯:৩১নং আয়াতের আওতাধীন হয়ে আমি ধর্মীয়জ্ঞানী এবং মুরুব্বিদেরকে উপাস্য হিসাবে নেয়া মানুষে পরিনত হব! অর্থাৎ আদর্শিক/অংশীদারি ইবাদতকারী তথা **মুশরিক!** পক্ষান্তরে,
    - ○ কোরআনের ৩০:৩১-৩২ এবং ৪২:২১নং আয়াত অনুসারে আমার অবস্থান হবে একজন মুশরিকের তথা **অবিশ্বাসী বা কাফের!** সর্বোপরি
    - ○ ভাইয়ের বক্তব্যের মান্যতা দিয়ে ধর্মীয় জ্ঞানীদেরকে অনুসরন করতে গেলে আমাকে কোরআনের ২:১৭০-১৭১ আয়াতে উল্লেখিত এক **অবুঝ তোতাপাখির** সমতুল্য হতে হবে যাদেরকে আল্লাহ্ **অন্ধ, বধির এবং বাকশক্তিহীন** কোনকিছুই বুঝতে অক্ষম **অবিশ্বাসী বা কাফেরের** মর্যাদা দিয়ে রেখেছেন!
- ❑ উপলব্দি করি স্কুল জীবনে অধ্যয়ন করা **শাখের করাত** নামীয় বাঘধারার বাস্তবতা!

একদিকে নিজের প্রতি তীব্রঘৃনা, অন্যদিকে একান্ত ব্যক্তিমনে সৃষ্ট অসংখ্য ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসার যন্ত্রনা! আল্লাহর কাছে তওবা করার বড় ভাইয়ের পরামর্শ মেনে একনিষ্ট ভাবে অনুশোচনা করে ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসার নিবারন এবং ধর্মের উপর কিছুটা জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে পুনরায় কোরআন অধ্যবসায়ে মনোনিবেশ করি! মহান আল্লাহর সহায়তা কামনা করে কোরআন অধ্যবসায় কালিন সময়ে তাঁরই কৃপায় খুজে পাই পবিত্র কোরআনের **পারলৌকিক অলৌকিকতা ১৯!** এর উৎস যা প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৪ সালের ৬ই জানুয়ারী সুদূর আমেরিকায়।

কোরআনের গাণিতিক অলৌকিকতার ভিত্তিমুলক কোরানিক বক্তব্য হচ্ছে ৭৪:৩০তম আয়াত যেখানে মহান আল্লাহ গাণিতিক সংখ্যা **১৯**কে সকল কিছুর উপর মহামান্যতা

দিয়ে পরবর্তী ৭৪:৩১নং আয়াতে সেই **১৯** এঁর কর্মপরিধি বর্ণনা করে পরবর্তী ৭৪:৩২-৩৪নং আয়াতে গুরুগম্ভীর **শপথ** নিয়ে ৭৪:৩৫তম বক্তব্যে **১৯**কে **এক অতীব অলৌকিক** হিসাবে ঘোষনা করেছিলেন! কিন্তু, মহামান্য তাফসীরকারকগন ৭৪:৩০ এবং ৭৪:৩৫নং আয়াতের বক্তব্যকেই পরিবর্তন করে রেখেছেন!

১৯৭৪ সালের ৬ই জানুযারী থেকে ১৯৯০ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত সময়ে কোরআনের অলৌকিকতার উপর প্রকাশিত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে www.masjidtucson.org নামীয় ওয়েব সাইটে যা সকলের জন্যই উন্মুক্ত, তবে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা প্রয়োজন হবে! এটিও উল্লেখ্য যে

সংখ্যাতথ্য বা নিউমোরোলজি; এস্ট্রোনোমি বা মহাকাশ বিজ্ঞান এবং এস্ট্রোলজি বা জোতিষবিদ্যা বিষয়ে ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারনে পূর্বথেকেই **১৯** সম্পর্কিত কিছু গাণিতিক বিষয়ের জ্ঞান ছিল! তবে **১৯** কোরআনের সাথে জড়িত সেটি জানা ছিল না! পবিত্র কোরআনের **পারলৌকিক গাণিতিক কাঠামোর অলৌকিকতা ১৯** এর উপর অধ্যবসায় করতে গিয়ে ধীরেধীরে মিলতে থাকে ব্যক্তিমনে সৃষ্ট সকল জিজ্ঞাসার সমাধান, **আলহামদুলিল্লাহ!** এবং এর পাচটি দিক খুজে পাইঃ

- **প্রথমতঃ** –
  পবিত্র কোরআনের রচনায় অনুসৃত পারলৌকিক গাণিতিক কাঠমোর অলৌকিকতা যার ভিত্তি হচ্ছে **১৯** এবং এই গাণিতিক মানটি ২৭:৮২ এবং ৪১:৫৩নং আয়তে দেয় বক্তব্য অনুযায়ী **পবিত্র কোরআনকে** মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার অখন্ডনীয় দালিলিক প্রমান জানিয়ে রেখেছে!

- **দ্বিতীয়তঃ** –
  চূড়ান্ত আসমানী কিতাবে দেয়া আল্লাহর বক্তব্যের সাবলীল উপস্থাপনা যা **একত্ববাদের নিখুঁতধর্মের** স্বরূপ এবং সেটির কার্যকরণ নিয়ে কথা বলছে যা আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র ধর্ম পরিপালনের সহজতম দিকনির্দেশনা এবং কোরআনের **৭৫:১৯নং** আয়াতে দেয় আল্লাহর বক্তব্যের [কোরআনের বানী পরে ব্যাখ্যাকরণ] জাগতিক নিদর্শন!

- **তৃতীয়তঃ** –
  পারলৌকিক গাণিতিক অলৌকিকতার ভিত্তিতে পবিত্র কোরআনে দেয়া সকল ভবিষ্যতবাণীর উন্মোচন এবং এটি মহান আল্লাহর **৬:৬৭নং** আয়াতের বাস্তবতা!

- **চতুর্থতঃ** –
  কোরআনের গাণিতিক রহস্যের উন্মোচন করার অনুমোদন নিয়ে পবিত্র কোরআনের ৩:৮১ ও ৩৩:৭ আয়াত অনুযায়ী সেই ব্যক্তিত্বের দাবী এবং ইসলাম কার্যকরণ বিষয়ে কোরআনের সুত্রে দেয়া বক্তব্য। এবং

- **পঞ্চমতঃ** –
  সেই ব্যক্তিত্বের দাবীর সত্যতা নিরুপনে তাঁর কোরানিক অবস্থান এবং পরিচয় খুজে পাওয়ার এক সুকঠিন পরীক্ষা!

পবিত্র কোরআনের গাণিতিক অলৌকিকতায় বিশ্বাস করা কোরআনের অনুসারীদের জন্য খুবই সহজ এক বিষয়! এইজন্য যে সকলেই আল্লাহ্‌ এবং তাঁর বানীকে বিশ্বাস করি বলেই দাবী করি। তবে, এজন্য প্রয়োজন হবে আল্লাহর কৃপায় অর্জিত গনিত বিজ্ঞানের জ্ঞানের ব্যবহারিকরন! কিন্তু ২য় থেকে ৫ম প্রেক্ষাপট গুলোর মান্যতা দেয়া আপাতভাবে দুরহ বলেই প্রতীয়মান হবে! কারন, এগুলো ইসলামের নামে প্রচারিত এবং সর্বজন

স্বীকৃত ধারন করা বিশ্বাসের ১৮০° বিপরীত। তবে, এটি মানবকে দেয় আল্লাহর নেয়ামত **জ্ঞান** ব্যবহারিকরনের কঠিনতম এক পরীক্ষা বলেই বিবেচিত হবে! কেননা।

- আল্লাহ্য় বিশ্বাস করলেই মুক্তির সযোগ নেই, পরীক্ষা দিতে হবে [২৯:২-৩]!
- ৭:২০৪নং আয়াত অনুযায়ী কোরআন নিয়ে দেয়া যেকোন বক্তব্যে মনযোগ দিতে হবে!
- ১৭:৩৬ নং নির্দেশনার মান্যতায় চোখ, কান এবং মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে হবে! এবং
- ৩৯:১৭-১৮নং আয়াতের নির্দেশনা মেনে সেগুলোকে নিরীক্ষা করে নিজের কাছে সর্বোত্তম বলে বিবেচিত মতামতকে অনুসরন করতে হবে!

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কোরআনের সৃজনশীলতায় আল্লাহর অনুসৃত পারলৌকিক গাণিতিক কাঠামোর অলৌকিকতা এবং সেই অলৌকিকতায় প্রাপ্ত কোরানিক সত্য ব্যক্তিগত এই নিবেদনের ভিত্তি এবং www.masjidtucson.org নামীয় কোরানিক তথ্যভান্ডারে সন্নিবেশিত কোরআনের পারলৌকিক গাণিতিক অলৌকিকতা নির্ভর দিকনির্দেশনা নিয়ে সমন্বিত ব্যক্তিগত গবেষনাধর্মী অধ্যবসায়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংকলিত ৯২৮ পৃষ্ঠার লিখিত উপস্থাপনার কিতাবিক নাম **সবিনয় নিবেদন!**

পবিত্র কোরআনের ২:১৫৯ এবং ২:১৭৪নং নির্দেশনা মোতাবেক কোরআন থেকে নতুন কোন কিছু পাওয়া গেলে সেটি জানাতে হবে এবং সেই নির্দেশনার মান্যতা দানের নিমিত্ত্বেই ব্যক্তিগত এক প্রয়াস এবং গবেষনা পত্রে সন্নিবেশিত তথ্যের সঠিকতা নিরুপনে সমাজের জ্ঞানী হিসাবে বিবেচিত - বিশেষকরে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত ইসলামের আলেম হিসাবে স্বস্বীকৃত ব্যক্তিদের প্রতি ব্যক্তিগত এক অনুরোধ মাত্র!

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে কোরআন ও হাদীসের প্রকৃত সত্য জানতে এবং সেটিকে ধারনে কৃপা করুন!